দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ... ৮ কলাম ১ ... ...

166

উপজেলা পরিক্রমা

দৌলতখান

ভোলা, ১৭ মে (সংবাদদাতা)।—ভোলা জেলার একটি অবহেলিত জনপদের নাম দৌলতখান। মেঘনা নদীর লীলা ভূমি দৌলতখান উপজেলা। ভোলা জেলা সদর থেকে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এ উপজেলা অবস্থিত। ১২৫ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলার লোক সংখ্যা ১ লাখ ৭৫ হাজার। উপজেলায় ১১টি ইউনিয়ন, প্রায় ২০০টি গ্রাম আছে। প্রধান ফল ও ফসলের মধ্যে ধান, পাট, কাঁঠাল, সুপারী, মরিচ, নারিকেল।

দৌলতখানের সাধারণ জীবনের কথা বলতে গেলে নতুন কিছুই পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে দুঃখ-দুর্দশা, অভাব আর বঞ্চনার কাহিনী। সমস্যায় জর্জরিত উপজেলাবাসী প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের আশাবাদী হলেও আজ পর্যন্ত এখানে উন্নয়নের তেমন কোন ছোঁয়া লাগেনি। উপজেলার নানাবিধ সমস্যা বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করছে। নানাবিধ সমস্যার মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, যোগাযোগ, হাট-বাজার, স্বাস্থ্য এবং আবাসিক সমস্যাই প্রধান।

কৃষি

উপজেলার ৯০ % লোক কৃষিজীবী। কিছু সংখ্যক কামার, কুমার, জেলে ও অন্যান্য পেশা জীবীর লোকও রয়েছে। এ উপজেলার প্রধান শস্য বীজ পাট, সুপারী, মরিচ ও সরিষা। উপজেলার আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার একর। চাষীরা ভাল বীজ, সার ও কীটনাশকের অভাবে ভাল ফসল উৎপাদন করতে পারছে না। আধুনিক চাষাবাদ চালু না হওয়ায় এখানে অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৫ হাজার একর। সাম্প্রতিককালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হালের বলদ ও মূলধনের সংকটে অধিকাংশ কৃষক বর্তমানে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। উপজেলার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মেঘনা নদীতে একটি স্লুইচ গেইট নির্মাণের অভাবে নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় ধান উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা

দৌলতখান উপজেলায় শিক্ষিতের হার ২০ %। এখানে ১টি মহাবিদ্যালয় আছে। উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে ৮টি এবং ৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। দাখিল পর্যন্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ১২টি, এছাড়া সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে এবং কিছু এবতেদায়ী মাদ্রাসাও রয়েছে। উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে দরজা, জানালা ও শিক্ষার উপকরণের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা প্রাথমিক শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। উপজেলার বেশ ক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ফাটল থাকায় পানি গড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলোতে পায়খানা-প্রস্রাব করার কোন ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। বিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞান গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে বিজ্ঞান চর্চা ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলোতে খেলার মাঠ, খেলার সরঞ্জাম, লাইব্রেরী ও কমন রুম নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌচাগারের অভাবে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট সংস্কার ও মেরামতের অভাবে যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা ঘটছে। দৌলতখান একটি থানা থেকে উপজেলায় উন্নীত হলেও এর যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এ উপজেলার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

হাট-বাজার

দৌলতখান উপজেলায় ছোট-বড় মোট ৩০টি হাট-বাজার আছে। এগুলো থেকে সরকার প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা কর আদায় করছে। কিন্তু এগুলো উন্নয়নের বা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই। হাট-বাজারগুলোতে পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় একটু বৃষ্টি হলে স্যাৎ স্যাতে কাদায় ভরে উঠে। প্রতিটি হাট-বাজারে পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে। এসব সমস্যার পাশা-পাশি ক্রেতা-বিক্রেতাদের-ইজারাদারদের অত্যাচারে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।

কুটির শিল্প

এখানে কিছু সংখ্যক কুটির শিল্প রয়েছে। কুটির শিল্পগুলো দিন দিন অবনতির পথে। প্রয়োজনীয় মূলধন ও কাঁচামালের অভাবে এখানকার কুটির শিল্প বিলুপ্তির পথে। কুটির শিল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে তাঁত, ঘানি, বাঁশ ও বেত শিল্প।

স্বাস্থ্য

দৌলতখান উপজেলায় একটি হাসপাতাল ও ২টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ওষুধ সরবরাহ খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের কাছ থেকে ব্যবস্থা নিয়ে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়। হাসপাতালগুলোতে জীবন রক্ষাকারী কোন ওষুধ নেই বললেই চলে।